শঙ্খমালা
ডেমোটিনি
রোববার ৯ আগস্ট ২০০৯
shankha_mala@yahoo.com

আমি বাঙালি এটাই আমার বড় পরিচয়

সফল নারী

মনিকা জাহান বোস, চিত্রশিল্পী ও আইনজীবী

মনিকা জাহান বোস একজন চিত্রশিল্পী। সম্প্রতি রাজধানীর অলিয়ঁস ফ্রঁসেজে হয়ে গেল তার একক চিত্র প্রদর্শনী 'ডাউনিং : ইজ দেয়ার টাইম ফর লাভ?' প্রবাসী এ শিল্পীর চিত্রকর্মে সমকালীন বাংলাদেশ উঠে এসেছে। তিনি দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলেও বাঙালির জীবনের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম, প্রতিবাদ, দেশের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা তার ছবির মূল বিষয়বস্তু। তার চিত্রকর্মে দেশের প্রতি ভালোবাসা স্পষ্ট। তিনি এ দেশের নারীর অন্তর্বেদনা অনুভব করেন গভীরভাবে। এ দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পরিবেশের বিপর্যয়, প্রযুক্তির ব্যবহারে জীবনমানের পরিবর্তন, ধর্মীয় গোঁড়ামি তার মনোজগৎকে আলোড়িত করে। মনিকা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন দেশের প্রতি আন্তরিক টান প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন। প্রতি মুহূর্তে এ দেশের ভালো চান। দেশের জন্য কিছু করতে চান।

মনিকার জন্ম ইংল্যান্ডে, জীবনের খুব অল্প সময় তিনি বাংলাদেশে কাটান। মাত্র ১০ বছর বয়সে তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে দেশের বাইরে চলে যান। বাবার চাকরির সুবাদে তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, পাকিস্তান ও জাপানে থেকেছেন। বর্তমানে ফ্রান্সে বসবাস করছেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে কাটালেও বিশ্বাস করেন তিনি একজন বিশুদ্ধ বাঙালি। কথা বলেন স্পষ্ট বাংলায়। তিনি এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কো আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। সে সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পী, ভাষা গবেষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তার ছবি দেখেন এবং ছবি নিয়ে কথা বলেন। মনিকার চিত্রকর্মে বাংলা শব্দের ব্যবহার রয়েছে। তারা এ শব্দ সম্পর্কে জানতে চান। মনিকা সেখানে জানতে পারেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের মাতৃভাষা অন্য হলেও শিক্ষার মাধ্যম আরবি। আফ্রিকার বেশ কিছু দেশেও এ সমস্যা রয়েছে। ওই সব দেশের সরকার শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই মাতৃভাষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে তিনি ভীষণ গর্ববোধ করেন। মনিকা বলেন, কেউ যদি তার মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় তবে তার জন্য অন্য ভাষা শেখার বিষয়টি খুব সহজ হয়। অনেকেই মনিকার কাছে জানতে চান বাংলা ভাষা নিজ হরফে লেখা হয় না কেন, অন্য ভাষার সাহায্যে লেখা হয়। মনিকা বলেন, বাংলা ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে।

মনিকা ছোটবেলায় এ দেশের ভিন্নধর্মী সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। বাবা-মা দুজনই রাজনীতি করতেন বলে তার ছিল বেড়ে ওঠার সংস্কারমুক্ত এক বিশাল গণ্ডি। এ দেশের রাজনীতিতে তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সে সময় তিনি দেখেন হিন্দু পরিবারে গেলে পানি না চেয়ে জল চাইতে হবে। গোসল করবো না বলে স্নান করবো বলা লাগবে। অন্যদিকে মুসলিম পরিবারে ঠিক এর উল্টোটি বলতে হবে। এ ভাষাগত বিভাজন ছোট্ট মনিকাকে ভীষণ পীড়া দিতো। তিনি বলেন, আমরা বাঙালি এটাই তো আমাদের বড় পরিচয় হওয়ার কথা। আবার ভাষাগত পার্থক্যের দিক দিয়ে আমার অন্য একটা মজার অনুভূতি রয়েছে। ফ্রান্সের লোকেরা ওদের ভাষায় পোপকে পাপ বলে। কিন্তু বাংলায় এর অর্থ করলে কি দাঁড়ায়? তেমনি বাংলায় পানি বলবো না জল বলবো এতে ধর্মের প্রভাব কতটুকু? আমি আমার কাজের মধ্য দিয়ে এ ধরনের ভাষাগত পার্থক্যের কিছু প্রতীকী প্রতিবাদ দেখিয়েছি। তার মতে, ধর্মের ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষ নির্ভরশীল। তারা একটা কিছু বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। খুব খারাপ লাগে যখন দেখি জোট পাকিয়ে একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে লাগে। তখন মানুষের চেয়ে ধর্ম বেশি প্রাধান্য পায়। আরো দেখি প্রায় সব ধর্মের মূল লিডারশিপ পুরুষের হাতে।

মনিকা আমেরিকা ও বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিক। ২০০৮-এর নির্বাচনের সময় তিনি দেশে ছিলেন। সে সময় 'দিন বদলের ডাক'-এর তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সরাসরি উপস্থিত না থাকলেও ভোট দিয়েছেন। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসায় তিনি আশাবাদী। বললেন, আমেরিকা কিংবা বাংলাদেশ কোথাও রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে এ পরিবর্তন ধীরে ধীরে হচ্ছে। তার একটি ছবিতে তিনি এ প্রতীকী পরিবর্তনের সূত্র ধরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে এঁকেছেন। মনিকার স্বামী মাইকেল ব্যালেট পেশায় আইনজীবী। ২ মেয়ে দুলি ও কলিকে নিয়ে তাদের সংসার।

সুদূর ফ্রান্সে থেকেও মনিকার মেয়েরা স্পষ্ট বাংলায় কথা বলে। তিনি আগুন মুখার মেয়ে বইয়ের লেখিকা নূরজাহান বোসের মেয়ে। বইটি সম্পর্কে মনিকা বলেন, আমি খুবই গর্বিত। আমার মায়ের জীবনের সব অভিজ্ঞতা শুনে এসেছি। তার অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল একটি বই লেখার। তিনি এ কাজটি করতে পেরেছেন। এ বইটিতে আমার নানির কথা উঠে এসেছে। তিনি অসাধারণ মহিলা ছিলেন। এ বইটিতে এমন অনেকের কথা উঠে এসেছে। যাদের কথা জেনে নতুন প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হবে। তাদের জীবন থেকে অনেক কিছু জানতে পারবে। আমি চাই এ বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হোক। এতে বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশ সম্পর্কে আরো জানতে পারবে।

মনিকা আমেরিকায় পেইন্টিং এবং আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার ওপর বিশ্ব ভারতীতে পড়াশোনা করেন। এ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে তার মোট ৭টি প্রদর্শনী হয়েছে। বর্তমানে তিনি ছবি আঁকার পাশাপাশি আইন পেশায় জড়িত। তিনি বেশ কিছু নারী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। অভিবাসী নারীর সমস্যা, নারী নির্যাতন এবং নারী শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি অসহায় নারী, অভিবাসী ও পরিবেশ নিয়ে লড়াই করে এমন গ্রুপগুলোর হয়ে আইন সহায়তার কাজ করছেন। নারী ও শিশুর শিক্ষা এবং জীবন মানোন্নয়নে কাজ করে এমন একটি সংগঠনের পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন। এক সঙ্গে চলছে তার ছবি আঁকা ও মানবসেবার কাজ।

❑ তাসকিনা ইয়াসমিন